VIVEKANANDA COLLEGE

THAKURPUKUR

KOLKATA -700063

NAAC ACCREDITED 'A' GRADE

Topic: Annotation of Text, The Gītā

Course Title: Section - A

Paper: CC4

Unit: I

Semester: 2 (Hons)

Name of the Teacher: Dr. Sutapa Bhattacharya

Name of the Department: Sanskrit

Section A, The Gītā

পাঠ:- ২/ক

মূলত: গীতায় কর্ম-কৌশল সবিস্তারে বলা হয়েছে। কর্ম তো করতেই হয়। তাই আগে জানতে হবে, কেমন করে মানুষ কর্ম করে। আমাদের শরীর, তার ইন্দ্রিয়গুলির সহায়তায় কর্ম করে। সেই শরীরকে চালনা করে তার দুই অন্ত:করণ - মন ও বুদ্ধি। শরীর, মন ও বুদ্ধিতে অধিষ্ঠান করে আত্মা মানুষকে কর্ম করতে প্ররোচিত করে। এই ধারণাই এখানে বিস্তৃত হয়েছে। প্রথমে মূল আর অনুবাদ দিয়ে, তারপর তার ব্যাখ্যা দেওয়া হল।

1-- इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्य: परं मन:।

मनसस्तु परां बुद्धिर्यो बुद्धे: परतस्तु स:।। ३/४२

দেহ থেকে ইন্দ্রিয় শ্রেষ্ঠ। ইন্দ্রিয় থেকে মন এবং মন থেকে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ। আর এই সকলের মধ্যে বিরাজ করেন যে আত্মা, তিনি বুদ্ধিরও উর্দ্ধে।।

2-- ममैवांशो जीवलोके जीवभूत: सनातन:।

मन:षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति।।१५/७

সংসারে কর্তাভোক্তারূপী জীবাত্মা আমার (অর্থাৎ পরমাত্মার) শাশ্বত অংশরূপে শরীরের চক্ষু,কর্ণ প্রভৃতিতে থাকা মন ও অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলিকে আকর্ষণ করে।।

ব্যাখ্যা -- এখানে মানুষ কিভাবে কর্ম করে, তা বলা হচ্ছে। মানুষের পাঁচটি ইন্দ্রিয় আছে - চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ও ত্বক। এদের দ্বারা বহির্জগতের সঙ্গে তার সংযোগ হয়, ফলে দর্শন শ্রবণ ঘ্রাণ আস্বাদন ও স্পর্শ - এই জ্ঞান গুলি হয়। এর সঙ্গে আছে অন্তরিন্দ্রিয় মন। বহিরিন্দ্রিয়গুলির সঙ্গে মন সংপৃক্ত হয়ে থাকে। সুখ-দুঃখ-ইচ্ছা-দ্বেষ প্রভৃতির অনুভূতি হয় এই মনের দ্বারা। এছাড়াও আছে আরো এক অন্ত:করণ - বুদ্ধি, যে উচিত-অনুচিত প্রভৃতি বোধের জনক ।

বুদ্ধি ও মনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সাহায্যে মানুষ বহির্জগতের বিভিন্ন কর্ম করে। এছাড়াও আছে এক চৈতন্য সত্তা অর্থাৎ আত্মা। মানুষমাত্রই সচেতন জীব। তার চেতনা ই প্রমাণ করে, তার মধ্যে শরীর মন বুদ্ধির অতিরিক্ত এই সত্তা আছে। বিশ্ব চরাচরব্যাপী এক অখণ্ড নিত্য চৈতন্যসত্তা আছে, যার নাম পরমাত্মা। দেহাশ্রয়ী আত্মা তারই অংশ। এর নাম জীবাত্মা। জীবাত্মা যে শরীরকে ধারণ করে, তার বুদ্ধি ও মনের দ্বারা পরিচালিত হয়ে তার পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় বাইরের জগতের সঙ্গে সংযুক্ত হয় ও বিবিধ কর্তব্য কর্ম করে থাকে। এখানে জীবের কর্মনির্বাহের বিষয়ে কার ভূমিকা কত বেশী, সেই অনুসারে একটি ক্রম দেখানো হয়েছে - সর্বশ্রেষ্ঠ হলো জীবাত্মার, তারপর বুদ্ধির, তারপর মনের, শেষে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের।।

পাঠ:- ২/খ

মানুষ যে কাজ-কর্ম করে, তাতে আত্মার ভূমিকা কি? - এইটি বুঝবার জন্য এখানে দুটি শ্লোক দেওয়া হয়েছে। প্রথমটি আগের পাঠেই বলা আছে –

১। "মমৈবাংশো...." ১৫/৭ ইত্যাদি।

এর ব্যাখ্যাও সেখানে করা হয়েছে। উক্তিটি শ্রীকৃষ্ণের। সমগ্র গীতায় তিনি নিজেকে পরমাত্মারূপেই বলেছেন। পরমাত্মা চৈতন্যস্বরূপ - প্রতিটি জীবদেহে তিনি অংশরূপে বিরাজ করেন। তাই জীবও সচেতন হয়ে কর্তব্য কর্ম করতে পারে। কিন্তু কিভাবে? শ্রীকৃষ্ণ বললেন –

২। শ্রোত্রং চক্ষু: স্পর্শনঞ্চ রসনং ঘ্রাণমেব চ।

অধিষ্ঠায় মনশ্চায়ং বিষয়ানুপসেবতে।।১৫/৯

(দেহস্থিত জীবাত্মা) চক্ষু কর্ণ ত্বক, জিহ্বা ও নাসিকাকে আশ্রয় করে, রূপ রস শব্দ স্পর্শ গন্ধ এই পঞ্চ বিষয়কে মনের সাহায্যে গ্রহণ করে।।

ব্যাখ্যা - পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বহির্জগতের পাঁচ প্রকার বিষয় জীব গ্রহণ করে। কিভাবে করে? এর উত্তর এই যে, মূলতঃ জীবাত্মাই মনের সাহায্যে ঐ পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারা বহির্জগতের বিষয়গুলি গ্রহণ করে এবং তদনুসারে যাবতীয় কার্যকলাপ করে থাকে।

পাঠ:- ২/গ

অতএব মন কি, তা জানা দরকার। অন্ত:করণরূপী মন বস্তুত: প্রকৃতির অংশ। শ্রীকৃষ্ণ এই শ্লোকে প্রকৃতির কটি অংশ এবং সেগুলি কি কি - তা বলতে গিয়ে মন যে প্রকৃতির অংশ, সেই মত ব্যক্ত করেছেন।

১। ভূমিরাপোঽনলো বায়ু: খং মনো বুদ্ধিরেব চ।

অহঙ্কার ইতীয়ং মেঁ ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা।।৭/৪

ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি, এবং অহঙ্কার - এই আট প্রকারে আমার প্রকৃতি বিভক্ত।

ব্যাখ্যা - এই বিশ্বপ্রকৃতিতে কি কি উপাদান আছে? এর উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ এই পঞ্চভূতের সমষ্টি হল প্রকৃতি। এছাড়াও আছে মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার। অন্তঃকরণ মন ও বুদ্ধি উভয় ই। তফাৎ হচ্ছে, মন হল সংশয়াত্মক আর বুদ্ধি হল নিশ্চয়াত্মক।

পাঠ :- ২/ঘ

অন্তরিন্দ্রিয় মন পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সঙ্গে সংযুক্ত থেকে বহির্জগতের জ্ঞান অর্জন করায় ও কর্ম করতে প্ররোচিত করে - এই বলা হল। এই মন যেহেতু প্রকৃতির অংশ, সেই হেতু প্রকৃতির গুণ মনের উপর প্রভাব ফেলে এবং সেই মতন ই মন দেহকে চালনা করে। তাই সকলের আগে জানা প্রয়োজন দেহে কি কি উপাদান আছে এবং সেখানে মনের বিভিন্ন প্রবৃত্তির স্থান কোথায়। শ্রীকৃষ্ণ এখানে দেহকে "ক্ষেত্র" বলেছেন। তবে এই 'ক্ষেত্র' বলতে শুধু স্থূল দেহই নয়, তাকে আশ্রয় করে প্রাণ মনের যেসব ক্রিয়া চলে - সব নিয়ে ই ক্ষেত্র। অর্থাৎ কর্মের উপযোগী মানুষের শারীরিক ও মানসিক উপাদান এবং সেই সব উপাদানে ছড়িয়ে আছে তার চেতনা - এই সজীব ও সবিকার দেহই ক্ষেত্র।

পাঠ ২/ঙ

১। মহাভূতান্যহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ।

ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরা:।।

২। ইচ্ছা দ্বেষ: সুখং দু:খং সংঘাতশ্চেতনা ধৃতি:।

এতত্ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদাহৃতম্।।১৩/৫,৬

পঞ্চ মহাভূত (ক্ষিতি অপ্ প্রভৃতি), অহংকার, বুদ্ধি, অব্যক্ত অর্থাৎ মূল প্রকৃতি (যার থেকে বাহ্য জগতের বিকাশ), দশ ইন্দ্রিয় (চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ত্বক এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও হাত পা বাক্ উপস্থ ও পায়ু এই পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়), এক অন্তরিন্দ্রিয় মন এবং রূপ শব্দ গন্ধ রস স্পর্শ এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়গোচর বিষয়। এর সঙ্গে আছে ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দু:খ, সংঘাত (দেহ ও ইন্দ্রিয়ের সমন্বয়), অভিব্যক্ত (প্রকাশিত) চেতনা ও ধৃতি অর্থাৎ স্থায়িত্ব। এই সমুদায়কেই সবিকার (ক্রিয়াযুক্ত) ক্ষেত্র বলা হয়েছে।

দেখ, এই যে চারপাশে অসংখ্য বৈচিত্র্যে ভরা চরাচর বিশ্বজগৎ দেখছ - এ হল প্রকৃতির মাঝে পুরুষের সৃষ্টি ও কর্মের ক্ষেত্র। এর মধ্যে মানুষের দেহ ও তার আনুষঙ্গিক বিকারাদি হল ব্যষ্টিগত ক্ষেত্র। সমগ্র জগৎ হল বিশ্বগত ক্ষেত্র। আর এই দুই এতেই বিরাজ করছেন একজন ক্ষেত্রজ্ঞ। তিনি পরমাত্মা।

পাঠ:- ২/চ

তাহলে বোঝা গেল যে, এখানে 'ক্ষেত্র' বলতে আমাদের প্রাকৃত জীবন অর্থাৎ সমগ্র বাস্তব জীবনকে বোঝাচ্ছে। যা আমরা নিত্যই যাপন করি - আমাদের শরীর দিয়ে, মন দিয়ে, চেতনা

দিয়ে, আমাদের সব কর্ম দিয়ে। তবে মন যেহেতু সব ইচ্ছা অনিচ্ছার জনক, তাই সব কর্মে মনের প্রভাব সর্বাধিক। শ্রীমদ্ভগবদগীতায় শ্রীকৃষ্ণ তাই মনের প্রসঙ্গে অনেক কথা বলেছেন।

আগেই বলা হয়েছে যে, 'মন' প্রকৃতির অংশ। প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মক। সত্ত্ব, রজ: ও তম: - এই তিন গুণের সমবায়ে প্রকৃতি সংগঠিত। গুণ তিনটির পৃথক্ পৃথক্ বৈশিষ্ট্য আছে। সেই বৈশিষ্ট্যগুলির প্রভাব প্রকৃতির সর্বত্র যেমন, তেমন মনেও থাকে। স্বাভাবিকভাবেই, মন যে কাজ ই করুক না কেন, তাতে এই গুণগুলির প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। এখন ক্রমান্বয়ে এই গুণগুলির বৈশিষ্ট্য ও তাদের প্রভাবে মনের গতিপ্রকৃতি বলা হবে।

১। সত্তং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবা:।

নিবধ্নন্তি মহাবাহো! দেহে দেহিনমব্যয়ম্।। ১৪/৫

হে মহাবাহু (অর্জুনকে এভাবে সম্বোধন করা হয়েছে)! প্রকৃতি থেকে জাত সত্ত্ব, রজ: ও তম:- এই তিনটি গুণ, নির্বিকার পরমাত্মাকে দেহে আবদ্ধ করে।

ব্যাখ্যা - বস্তুত: ঐ গুণ তিনটি পরস্পর সমান অবস্থায় প্রকৃতিতে বিরাজ করে। তখন প্রকৃতির কোন ক্রিয়া বা বিকার দেখা যায় না। কিন্তু যখন এই সাম্যাবস্থা নষ্ট হয়, অর্থাৎ গুণগুলি একে অপরের থেকে বেশী বা কম হয় - তখন প্রকৃতিতে নানান পরিবর্তন তথা সৃষ্টি প্রক্রিয়া শুরু হয়। এইরকম অবস্থায় চৈতন্যরূপ পরমাত্মা একটি অংশরূপে দেহে আবদ্ধ হন অর্থাৎ দেহের সৃষ্টি হয়।

পাঠ:- ২/ছ

২। তত্র সত্ত্বং নির্মলত্বাত্ প্রকাশকমনাময়ম্।

সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ।। ১৫/৬

হে অনঘ (নিষ্পাপ)! সেই গুণগুলির মধ্যে নির্মল (স্বচ্ছ) বলে সত্ত্বগুণ প্রকাশক ও নির্দোষ , সুখ ও জ্ঞানের সঙ্গে আত্মাকে শরীরে বাঁধে।

ব্যাখ্যা - এখন গুণ তিনটির প্রভাব কিরকম হয় , তা বলা হচ্ছে। প্রথমে সত্ত্ব গুণের কথা। এই গুণের বৈশিষ্ট্য হল - এটি নির্মল - এর কোন মালিন্য নেই। এর কোন দোষও নেই। তাই এটি কোন কিছুকে সহজেই প্রকাশ করতে পারে। যেমন, আলো। আলো অনায়াসে কোন বস্তুকে প্রকাশ করে। আমরা ঘরে কোন কিছু খুঁজে না পেলে আলো জ্বালাই। যেটা দেখতে না পাই - আলো সেটা দেখিয়ে দেয়। কেননা আলোতে সত্ত্বগুণ আছে। এই গুণের প্রভাবে আত্মা 'আমি সুখী", 'আমি জ্ঞানী' (বা 'আমি জানি') - এইরকম অনুভূতির দ্বারা শরীরে বদ্ধ হয়। অর্থাৎ শরীর নিজেকে সুখী বা জ্ঞানী রূপে অনুভব করে।

পাঠ:- ২/জ

৩। রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবম্।

তন্নিবধ্নাতি কৌন্তেয় কর্মসঙ্গেন দেহিনম্।।১৪/৭

রজোগুণকে রাগাত্মক (যা অন্যকে রাঙিয়ে তোলে) বলে জানবে। এর থেকে তৃষ্ণা ও আসক্তির উৎপত্তি হয়। হে কুন্তিনন্দন! রজোগুণ দেহী(জীব)কে কর্ম করবার আসক্তিতে বেঁধে ফেলে।

ব্যাখ্যা - রজোগুণ মূলতঃ উত্তেজক। এর প্রভাবে মানুষের এইরকম একটা অবস্থা হয় - 'এটা চাই, ওটা চাই / এটা করব, ওটা করব' ইত্যাদি। তৃষ্ণার অর্থ যে কোনো কিছু চাওয়া। আসক্তির অর্থ সান্নিধ্য অর্থাৎ যাকে চাই, তাকে সঙ্গে রাখা। এই তৃষ্ণা ও আসক্তিই সব কর্মের মূল।

৪। তমস্ত্বজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সর্বদেহিনাম।

প্রমাদালস্যনিদ্রাভিস্তন্নিবধ্নাতি ভারত।।১৪/৮

কিন্তু তমোগুণ অজ্ঞান থেকে উৎপন্ন হয়, তা সকল জীবের মোহের কারণ হয়। হে ভারত (ভরতবংশজাত), এই গুণ প্রমাদ, আলস্য ও নিদ্রার দ্বারা জীবকে বেঁধে ফেলে।

ব্যাখ্যা - অজ্ঞান অর্থ হিতাহিত বোধ না থাকা। এর একটি শক্তি আছে, তার নাম আবরণশক্তি। এর প্রভাব 'ঠিক'কে আবৃত করে ভুলকে দেখায়। এই অজ্ঞান থেকে উৎপন্ন হয় মোহ, যা মানুষকে বিভ্রান্ত করে। প্রমাদ হল ত্রুটি বা ভুল। আলস্য অর্থ - যখন যা কর্তব্য, তা না করা। অজ্ঞানজাত তমোগুণের প্রভাব মানুষকে মোহ, ত্রুটি, আলস্য, নিদ্রায় অভিভূত করে।

পাঠ:- ২/ঝ

প্রকৃতির গুণত্রয় থেকে মানবমনের যে বিচিত্র গতিপ্রকৃতির উদ্ভব হয়, তা বলা হল। এই গুণগুলির বৈশিষ্ট্য হল, এরা স্থিতিশীল থাকে না। সময়বিশেষে এগুলি কমে, বাড়ে।একটি বাড়লে, অন্যগুলি কমে। বলা হয়েছে, সত্ত্বগুণ রজ: ও তম: গুণকে অভিভূত করে অধিক হয়। আবার রজ:, সত্ত্ব ও তম:কে, তম:, সত্ত্ব ও রজ:কে অভিভূত করে অধিক হয়। কোনো গুণের বৃদ্ধি ঘটলে মানুষের মধ্যে যে বৈশিষ্ট্য দেখা যায়, তার বিশ্লেষণ করা হয়েছে এখনকার শ্লোকগুলিতে।

৫। সর্বদ্বারেষু দেহেঽস্মিন্ প্রকাশ উপজায়তে।

জ্ঞানং যদা তদা বিদ্যাদ্ বিবৃদ্ধং সত্ত্বমিত্যুত।।১৪/১১

যখন এই দেহের সকল ইন্দ্রিয়দ্বার বুদ্ধিবৃত্তির প্রকাশ দ্বারা উদ্ভাসিত হয়, তখন বুঝতে হবে যে, সত্ত্বগুণ অধিক হয়েছে।

ব্যাখ্যা - আগে বলা হয়েছে, যে সত্ত্বগুণ প্রকাশস্বভাব। আমাদের দেহ বহির্জগতের জ্ঞান আহরণ করে ইন্দ্রিয় দ্বারা। জ্ঞান তো স্বপ্রকাশ। অতএব, ইন্দ্রিয়গুলি জ্ঞান অর্জন করে সত্ত্বগুণের প্রভাবে। তাই বলা হয়েছে সত্ত্বগুণ অধিক হলেই ইন্দ্রিয়ের পথে জ্ঞানের উদয় হয়। এই জ্ঞান হল নির্মল অর্থাৎ অন্য কোন গুণের আধিক্য তখনও ঘটে নি ।

৬। লোভ: প্রবৃত্তিরারম্ভ: কর্মণামশম: স্পৃহা।

রজস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে ভরতর্ষভ।।১৪/১২

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! রজোগুণ বাড়লে, লোভ, কর্মের প্রবৃত্তি ও প্রচেষ্টা, অতৃপ্তি, আকাঙ্ক্ষা - এই সকল উৎপন্ন হয়।

ব্যাখ্যা - রজোগুণ চঞ্চলস্বভাব। তাই এর প্রভাবে মানুষের কর্ম করার ইচ্ছা হয়। ইচ্ছা হলেই সে কর্মে উদ্যোগী হবে, কর্ম করবে, আবার, আশানুরূপ ফল না পেলে অতৃপ্ত ও হবে। রজোগুণ অধিক হলে এই সকলই হয়।

পাঠ:- ২/ঞ

৭। অপ্রকাশোऽপ্রবৃত্তিশ্চ প্রমাদো মোহ এব চ।

তমস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে কুরুনন্দন।।১৪/১৩।

হে কুরুনন্দন ! তমোগুণের বৃদ্ধি ঘটলে (কর্তব্য অকর্তব্য বিষয়ে) বিবেকের অভাব, অনুদ্যম, প্রমাদ (কর্তব্যে অবহেলা) এবং মূঢ়তা জন্মায়।

ব্যাখ্যা - তমোগুণ হল তামসস্বভাব। সত্ত্ব ও রজোগুণের ঠিক বিপরীত। এই গুণের প্রভাবে তাই মানুষ মূঢ় হয়ে পড়ে অর্থাৎ জ্ঞানের অভাব ঘটে। ফলে কি করা উচিৎ, কি করা উচিৎ নয় - এই প্রভেদ থাকে না, কোন কাজ করতে সচেষ্ট হয় না। কর্তব্যকর্মে উদাসীন হয়ে যায়।

৮। সত্তাত্ সঞ্জায়তে জ্ঞানং রজসো লোভ এবং চ।

প্রমাদমোহৌ তমসো ভবতোऽজ্ঞানমেব চ।।১৪/১৭

সত্ত্ব থেকে জ্ঞান, রজ: থেকে লোভ ই জন্মায়। তম: থেকে অজ্ঞান, প্রমাদ ও মূঢ়তা উৎপন্ন হয়।

ব্যাখ্যা - এখানে মানবজীবনে গুণত্রয়ের প্রভাব বিষয়ে উপসংহার করা হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ এখানে বলছেন, রজ: ও তম:কে অভিভূত করার পর সত্ত্বগুণ থেকে সকল ইন্দ্রিয়ের জ্ঞান জন্মায়। সত্ত্ব ও তম: কে অভিভূত করলে রজোগুণ থেকে লোভ ও কর্মপ্রবৃত্তি জন্মায়। আর সত্ত্ব ও রজ:কে অভিভূত করলে তমোগুণ থেকে অবিবেক, কর্তব্যে অবহেলা ও সবরকমের মূঢ়তা অর্থাৎ অজ্ঞান জন্মায়।